৭ই মার্চের ভাষণ: একজন বাচিক শিল্পীর শৈল্পিক উপস্থাপনা

ডক্টর মোহাম্মদ রেজাউল করিম*

Abstract

The nineteen-minute historic 7th March speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman turns up as a masterpiece of all times that crosses the human-set standard line and outplayed Bangabandhu placing him at an admirable height. This speech transfigured the time and yielded the independence of the country. Its touchy language and emotion, placement of words, presentation skills & style are of beyond the art. The voice reaches to thousands of hearts from a nation across millions of the world. Thus, the speech is not only an issue of one country's pride but also precious heritage of the world. Bangabandhu's speech is such a speech full of magical words, emotions that claims as the greatest one for all times: the past, present and future. This article is an attempt to analyze the 7th March speech of Bangabandhu in the light of skills of oration how it deeply influenced the whole nation to fight and achieve independence.

BPATC LIBRARY SAVAR, DHAKA

ভূমিকা:

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের প্রায় উনিশ মিনিটের ভাষণ এক কালোত্তীর্ণ কবিতার শৈল্পিক উপস্থাপনা যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু নিজেকে ছাড়িয়ে নিজেকে নিয়ে গিয়েছেন এক মহান উচ্চতায়; একটি জাতিকে দিয়েছেন স্বাধীনতার স্বাদ। এর ভাষার গাঁথুনি, উপস্থাপনা কৌশল, বলার ধরণের কারণে ভাষণটি শিল্পোত্তীর্ণ মর্যাদা পেয়েছে। দেশের গন্ডি পেরিয়ে, একটি ভাষাভাষী মানুষের হৃদয় থেকে বিশ্বের লক্ষ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। সময়ের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে ব্যাপকতার রূপ ধারণ করছে। এই ভাষণ এখন আর আমাদের একার জাতীয় সম্পদ নয়, এটি আর্ন্তজাতিক সম্পদ। বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী কথার যাদুতে এটি একটি অনন্য উপস্থাপনা, সকল সময়ের; অতীতের, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের। প্রবন্ধটি মূলত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি আবৃত্তির কলাকৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত যে কীভাবে একটি ভাষণ মানুষের হৃদয়কে সুগভীর অনুপ্রেরণায় আন্দোলিত করে।

---

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, ইমেইল: rezapatc@gmail.com

বাচিক শিল্পের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর ৭ই র্মাচের ভাষণ

ক্রোধ আর দ্রোহের তাপে প্রজ্জ্বলিত শব্দ বিন্যাসের সাথে মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধের স্বরধ্বনির উচ্চারণ যে কত শক্তিশালী এবং স্থায়ীরুপ গ্রহণ করতে পারে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তার একটি অকাট্য প্রামাণিক দলিল।কবিতার মানদন্ডে এটি একটি মহাকাব্যিক গ্রন্থনা, উপস্থাপনা শৈলীতে কালোত্তীর্ণ; জনপ্রিয়তার স্বার্থে খ্যাতির শীর্ষে; প্রভাবক হিসেবে শক্তিশালী পরিবর্তনশীল একমাত্র অনুঘটক। গভীর ভাবাবেগ, তীক্ষ্ণ অনুভূতি, সুনিপূণ কন্ঠের ছোঁয়ায় এই ভাষণ হয়ে উঠে এক ঐন্দ্রজালিক উপস্থাপনা। প্রতিটি শব্দই যেন প্রয়োজনীয়, অবশ্যম্ভাবী এবং অর্থবোধক। এর মাধ্যমে তিনি লিখে রেখে গিয়েছেন বাঙালি জাতির সংগ্রামী ইতিহাসের সার্থক মুখবন্ধ।

তিনি একজন পরিমিতি বোধের কবি; পরিমিতিবোধ সম্পন্ন আবৃত্তিকার। বঙ্গবন্ধুর যেকোন বক্তব্য শোনার জন্য শ্রোতৃমন্ডলী কখনই অধৈর্য হতেন না জেনেও স্বল্প সময়ে কবিতার মাধ্যমে সকল কথা তিনি মাত্র উনিশ মিনিটের মধ্যে শেষ করেছেন। সময়ের বিচারে খুব বড় বক্তৃতা না হলেও এর ব্যাপকতা অপরিসীম; যার প্রতিধ্বনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মানুষের হৃদয় থেকে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। একটি হৃদয়গ্রাহী কবিতা সকল মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকে। আবৃত্তিকারের একটা জায়গা থাকে কবিতার কোন লাইনে তাঁকে খুজে পাওয়া যাবে যা আসল কবিকেও ছাড়িয়ে যায়। তাঁর শেষ দু'লাইন বঙ্গবন্ধুর সিগনেচার। ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ এর পর থেকে কবিরা স্বাধীনতা শব্দটিকে একেবারে আমাদের করে নিয়েছেন।

আবৃত্তিকারের ধরণ ভিন্নতার কারণে যে কোন আবৃত্তি নতুন মাত্রা ধারণ করে। শব্দের প্রতি দরদ রেখে নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রক্ষেপন ঘটানো; স্বাচ্ছন্দ আর শ্রোতার গ্রহণ করার মাত্রার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট কিছু শব্দমালার পর ক্ষণিক থামা, স্বরতন্ত্রের উঠানামা আবৃত্তিতে দ্যোতনা তৈরী করে যার জন্য শ্রোতা হারিয়ে যায় শব্দের ভিতর, বাক্যের মধ্যে, আবৃত্তিকারের মাঝে। প্রতীক্ষারত আগ্রহী শ্রোতৃমন্ডলী গভীর উত্তেজনা নিয়ে আবেগতাড়িত হন। তিনি যখন দরাজ গলায় উচ্চারণ করেন, ‘ভাইয়েরা আমার...’ সে এক সুনিপূণ কারুকাজ। পুরো পৃথিবী থমকে দাড়ায় কিছু সময়ের জন্য। এই হালকা বিরতির কারুকাজ আর কোন আবৃত্তিকারের জন্য আর কখনই তৈরী হবে না। তিনি স্বভাবজাতভাবে যখন আবৃত্তি চালিয়ে যান, শ্রোতা উদ্বেলিত হয়, উচ্ছসিত হয়, আমোদিত হয়, আন্দোলিত হয়। এই পরিবর্তন শ্রোতার মনোজগতে আমূল পরিবর্তন আনে; তাকে ধাবিত করে অর্জনের লক্ষ্যে; সৃষ্টিশীলতার মোহে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে যায়। এতটাই আন্দোলিত হয় সে কবিতাই তার ধ্যান-জ্ঞানে রূপদান করে। সাহস সঞ্চারিত করে এতটাই প্রভাবিত হয় যে, নিজের সকল আশা-আকাঙ্খাকে জলাঞ্জলি দিয়ে আবৃত্তিতে

মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে আবৃত্তির মর্মবাণী অনুযায়ী লক্ষ্য অর্জনে নিজেকে বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। এ এক কন্ঠশিল্পীর অপার দান; অসীম ক্ষমতা। সেদিনের সেই মহাক্ষণের প্রত্যক্ষদর্শী নাট্যকার মামুনুর রশিদ তাঁর অনুভূতির বর্ণনা দেন, ৭ই মার্চের ভাষণের একেকটা শব্দ, বাক্য বঙ্গবন্ধুর দরাজ কন্ঠের উচ্চারণ সরাসরি বুকের মধ্যে আঘাত হানতে লাগল' । শক্তি, সাহস সঞ্চয় করে উদ্বুদ্ধ হলেন নতুন মানচিত্র ছিনিয়ে আনার দুর্নিবার প্রয়াসে।

শিল্পের বিচারে বাচিক শিল্পী হিসেবে বঙ্গবন্ধু কালোত্তীর্ণ; সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন স্বমহিমায়। সমসাময়িক রাজনৈতিক ধারার বাইরে সকল কবির জন্য কবিতার রসদ অকাতরে বিলিয়ে গেছেন। সমসাময়িক কালের উত্তরণ ঘটিয়ে আধুনিক এবং উত্তরাধুনিকতার জন্ম দিয়েছেন এবং উত্তরাধুনিক কবিদেরকে অবলীলায় অতিক্রম করে যোজন যোজন দূরত্বে পেছনে রেখে সঙ্গে করে এনে উপনীত হয়েছেন বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কাছে। সীমা-পরিসীমার বিচারে শুধুমাত্র দেশীয় দলিলের বাইরে এটি একটি বিশ্ব প্রামাণিক দলিল। ষোল কোটি মানুষের বাইরে এটি লক্ষ কোটি মানুষের সম্পদ। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত মানুষের অনুপ্রেরণার একটি সুদীর্ঘ স্রোতস্বিনী; স্বাধীনতা প্রত্যাশী তৃষ্ণার্ত জাতির তৃষ্ণা নিবারণের এক স্বচ্ছ সরোবর। ৭ই মার্চের ভাষণ যেকোন বিচারে শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা, শ্রেষ্ঠ আবৃত্তি। তাঁর নিজস্ব শৈল্পিক ধরণ আছে যা তাঁর নেতৃত্বের চেয়েও বেশি কিছু; যা তাঁকে অনন্যতা দান করেছে। দৃপ্তপদে মঞ্চে উঠে দু'হাত পিঠের দুপাশে দিয়ে ডানে বামে একটু ঘুরে উপস্থিত শ্রোতাদের নিজের করে নিলেন; সেই সাথে তৈরী হলো তাঁর অবস্থানের এক শক্ত ভীত। সে ভিত্তি শুধু একটি দেশের পরিপূরক নয়, হাজার বছরে সৃষ্ট একটি দেশ সে ভিত্তির উপর দাড়িয়ে রইলো অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য। যে ভিত্তি তাঁর শিল্পী স্বত্তার স্থায়িত্বের ভিত্তি; যে ভিত্তি নিজস্বতার জায়গা, যে ভিত্তি হিমালয়সম এক মহানায়কের প্রতিকৃতি। যে জায়গাটা তিনি শুধু নিজের করে নিয়েছেন তা নয়, সমগ্র পারিপার্শিক অবস্থাকে একটি দেশ, জাতির জন্য একটি চলমান শিল্পে রূপান্তর করেছেন।

কবিতার ভাষা সাধারণের ভাষা হলে তার ব্যাপকতা হয় গভীর। মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে, দৈনন্দিন কার্যক্রমকে প্রভাবিত ও ব্যক্তিগত জীবনকে আন্দোলিত করে। সাবলীল বাংলা শব্দের সঠিক উচ্চারণের পাশাপাশি দু'একটি আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার ভাষার সর্বজনীন রূপ এবং সারাদেশের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য তুলে ধরেছেন। একই রকমের একঘেয়েমির পরিবর্তে নতুন দ্যোতনা তৈরী করেছে। 'দাবায়ে রাখতে পারবনা'। শুদ্ধ বাংলায় উচ্চারিত হলে তার ব্যাপকতা ও গুরুত্ব কখনই এর মতো হতোনা। আবার সমসাময়িক শব্দচয়ন বিষয়কে যেমন স্পষ্ট করে, শ্রোতাকে দারুণভাবে আকৃষ্টও করে। যার ফলে তিনি সবার কাছে পরিচিত ইংরেজি শব্দও ব্যবহার করেন; যেমন 'এসেম্বলি কল করেছে', ' সামরিক আইন মার্শাল উইথড্র করতে হবে'। সময়কে উপস্থাপনের জন্য; সময়কে ধারণ করার জন্য; একটি সময়কে অন্য সময়ের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য এর চেয়ে ভালো সংযোজন আর কিছু হতে পারে না।

কবি তার কবিতার সন্নিবেশিত শব্দমালার মাধ্যমে সময়কে ছাড়িয়ে যাবার সচেষ্ট ধারা অব্যাহত রাখেন; আর আবৃত্তিকার তাঁর ঢং, ধরণ ও উপস্থাপনা কৌশলের মহিমায় বর্তমানের সময়কে ভেদ করে ক্রমাগত উত্তরণের পথে ধাবিত করেন। তিনি সময়কে ছাড়িয়ে যান। বঙ্গবন্ধু তাই কালোত্তীর্ণ এবং তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণ তাই সময়ের বেড়াজালে আবৃত্ত যে কোন সীমারেখার গন্ডি পেরিয়ে পৌঁছে গেছে ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের কাছে যার আবেদন সময় আর একটি ভাষার মানুষের কাছে সীমাবদ্ধ থাকেনি। রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা, জীবননান্দ দাশের বনলতা সেন, আশরাফ সিদ্দিকীর তালেব মাষ্টার, সৈয়দ শামসুল হকের আমার পরিচয়, শামসুর রাহমানের স্বাধীনতা তুমি, হেলাল হাফিজের কষ্টের ফেরিওয়ালা কিংবা সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছাড়পত্রের মত কালজয়ী-অন্যবদ্য কবিতা কবিদের যেমন মহান ও অমরত্ব দান করেছে; তেমনি বঙ্গবন্ধুর এই একটি মাত্র ভাষণই তাঁকে যুগ থেকে যুগান্তরে টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট।

কবিতার ছন্দ মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে; সাধারণ মানুষ তাই ছন্দবদ্ধ কয়েক পংক্তির কবিতা সাগ্রহে গ্রহণ করেন। বর্ণনার আঙ্গিকে উপস্থাপিত গদ্যের সে প্রভাব তাই কবিতার মত একটি বিষয়কে যেমন দারুণভাবে আকৃষ্ট করতে পারে না তেমনি সাধারণত শক্তিশালী আবেদন তৈরী করতে পারেনা। সাহিত্য সমালোচকগণ যথার্থই বলেছেন যে গদ্য ছন্দের রাজত্বে আপাত দৃষ্টিতে যে স্বাধীনতা থাকে তার মর্যাদা রক্ষা করা কঠিন বা সর্বজনীন করে তোলা কষ্ট সাধ্য ব্যাপার (ইকবাল, ২০২০)। কিন্তু ৭ই মার্চের ভাষণ গদ্য ছন্দে রচিত হলেও এর কাব্যিক ঢং, বৈচিত্র্যে শুধু গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেনি; কাব্যের জগতে এনে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা; আবৃত্তিজগতে যুগসৃষ্টি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একই সাথে রাজনীতির কবিদের নতুন সাহিত্যধারার বিষয়টিতেও আবৃত্তিকে অসীমত্ব দান করেছে।

আবৃত্তির জন্য কবিতা নির্বাচন একটি দুরূহ বিষয়। আর নির্বাচনের ক্ষেত্রে বোধ ও মানদন্ডের প্রয়াসে আবৃত্তিকারকে ঈর্ষণীয় তুমুল জনপ্রিয়তা দিতে পারে। ৭ই মার্চের ভাষণ আবৃত্তিকারের জনপ্রিয়তার তুলনা করার মত সাধারণ শব্দগুচ্ছ বাংলা সাহিত্যে বিরল। শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে গ্রন্থিত কবিতার উচ্চারণ বরাবরই শোষিতের হৃদয়, মনন এবং মস্তিস্ককে একইসাথে আকৃষ্ট করে এবং যুগপৎ শক্তিশালী কার্যকরী ভুমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ এমনই এক উচ্চারণ। আবৃত্তিগুণে বোদ্ধা থেকে শুরু করে নিরক্ষর সাধারণ মানুষকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছে ভাষণের কোন কোন পংক্তিমালা বার বার অনুরণিত হওয়ার বিষয়; কোন কোন শব্দ কোন কোন কবির বিখ্যাত কবিতার শিরোনাম; কিংবা গবেষকের গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। আবৃত্তিকার ভালোভাবেই জানতেন তার আবৃত্তির শ্রোতৃমন্ডলী কারা; শ্রোতারা কোন বিষয়টি শোনার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে থাকেন। গবেষকরা বলেন বঙ্গবন্ধু এক্সট্রা-অর্ডিনারি সেনসরি পাওয়ারের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি সাধারণ মানুষের মনের চাওয়া-আকাঙ্খাকে

বাস্তবে রূপদান করার জন্যে সহজ, সরল ভাষায় বলে গেছেন যা আবৃত্তির মাধ্যমে একটি সেতু বন্ধন তৈরী হয়েছে।

আবৃত্তি সবসময়ই সাবলীল হয় যখন কবিতাটি আবৃত্তিকারের আয়ত্ত্বে থাকে, পুরোপুরি মুখস্থ থাকে। সেক্ষেত্রে আবেগের মাত্রা, অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ অনেক বেশি বাস্তব ও সৃজনশীল হয়ে উঠে। ৭ই মার্চের ভাষণ একটি উপস্থিত বক্তৃতা যার কোনকিছুই লিখিত নয়। আবৃত্তিকার তাঁর দর্শকদের দৃষ্টির আড়াল করেননি আত্মিক যোগাযোগের মাত্রাকে বিচ্ছিন্ন হতে দেননি। এমন আবহ তিনি তৈরী করেছিলেন যেন প্রতিটি উপস্থিত দর্শক এবং অগণিত অনুপস্থিত দর্শকের কাছে, দর্শকের সামনে তিনি সৃষ্টিশীলতা উপস্থাপন করছেন। আবৃত্তিকারের কৃতিত্ব সেখানেই যখন তার আবৃত্তি তাকে ছাড়িয়ে যায়, ছড়িয়ে পড়ে দর্শকের মুখে মুখে। গণনার সংখ্যাতত্ত্বের সীমিত পরিসর থেকে অগণিত হৃদয়ের তন্ত্রীতে, শিরা উপশিরা ধমনীতে; বংশ পরম্পরায়।

কবিতা নির্বাচন, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, আগ্রহী শ্রোতা, আবৃত্তির বিষয়াবলী এসবই একটি মনোত্তীর্ণ আবৃত্তির জন্য অপরিহার্য বিষয়। সেদিনের সেই রেসকোর্স ময়দান একজন কবির কবিতার আসর হয়ে জমে উঠেছিল। একক কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান। একটি প্রহরের একটি ছোট্ট সময়ের সংযোজন সকলকে আন্দোলিত করেছিল। আবৃত্তির জন্য নির্বাচিত এক সময়ের মুখ্য হয়ে উঠা একজন বাচিক শিল্পীর কাছে গৌণ হয়ে যায়। পরিবেশ, পরিবেশের প্রতিটি অংশই তাঁর কাছে ম্লান হয়ে যায়। একটি বিশাল মাঠ একজন ব্যক্তির কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়; একটি বিশাল আকাশ একজন আবৃত্তিকারের বিশালত্বকে ধারণ করতে পারেনি; উনিশ মিনিটের শব্দমালা হাজার হাজার শব্দসম্ভার তৈরী করে; প্রায় উনিশ মিনিট সময়ের কাছে একটি দেশ কেঁপে উঠে। যে দেশটির নাম পুরো উনিশ মিনিটের বক্তৃতাতে তিনি একবারের জন্যও উচ্চারণ করেননি।

উপসংহার

উপস্থাপনা কৌশল ও বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা, মুভমেন্ট, প্রক্ষেপন, শারীরিক ভাষা, আবৃত্তিকারের পরিধেয় আবৃত্তির পরিবেশকে শৈল্পিক করে তোলে। আবৃত্তির গ্রহণযোগ্যতার মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। একজন আবৃত্তিকার সচেতন ভাবে এসব বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করে তার আবৃত্তিকে সবার কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। বঙ্গবন্ধুর কাছে এসব বৈশিষ্টের ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। তার চলন নতুন মাত্রা যোগ করে। তার পরিধেয় বস্ত্র অনুকরনের পর্যায়ে পড়ে; তার উচ্চারণ ও বলার কৌশল অন্যদের জন্য অনুসরণের ক্ষেত্র হিসেবে তৈরী হয়েছে। আবৃত্তির কৌশল এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ই বরং বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করে ধন্য হয়েছে মনে হয়। যার ফলশ্রুতি অগণিত দর্শকশ্রোতার অধীর আগ্রহের প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষার অবসানে, আবৃত্তি শোনার আগ্রহে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত ভেসে আসে শ্লোগান; প্রতীক্ষারত দর্শকশ্রোতার আবেগ-মিশ্রিত স্বগতোক্তি।

সবাই শুনবেন সেই মহাবাণী, যার জন্য প্রস্তুত তবে সেই কবিতা শোনা হয়নি। যে কবিতা শোনা হল তা ১৯৭১ সনের ৭ই মার্চের বিকেলে শেষ হলেও রেশ রয়ে গেল বহুকালের জন্য; অস্তমিত সুর্যটা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেই মহামানবের দিকে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধসমূহ:

অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান (২০১৮), কালোত্তীর্ণ ভাষণ, দৈনিক সমকাল, ৭ই মার্চ। http://epaper.samakal.com/nogor-edition/2018-03-07/9

আব্দুল গাফফার চৌধুরী (২০১৫), চারটি ঐতিহাসিক ঘোষণার একটি ৭ই মার্চের ঘোষণা, দৈনিক সমকাল, ৭ই মার্চ, http://epaper.samakal.com/nogor-edition/2015-03-07/4

ইকবাল ভুইয়া (২০২০), 'রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসু', নতুন দিগন্ত, বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৩, পৃষ্ঠা ৮৯-১০০.

একে আবদুল মোমেন (২০২০), ভাষণসমগ্র (১৯৫৫-১৯৭৫): শেখ মুজিবুর রহমান, চারুলিপি, ঢাকা।

ড. এম এ মান্নান (২০১৯), বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ, দৈনিক আমাদের সময়, ৭ই মার্চ, https://epaper.dainikamadershomoy.com/2019/03/07/page-04

ড. মোহাম্মদ হাসান খান (২০১৯), বাঙালির মুক্তির সনদ, দৈনিক আমাদের সময়, ৭ই মার্চ, https://epaper.dainikamadershomoy.com/2019/03/07/page-04

ড. এম এ মান্নান (২০২০), বঙ্গবন্ধুর কাব্যময় ভাষণেই ছিল স্বাধীনতার আহবান, দৈনিক আমাদের সময়, ৭ই মার্চ, https://epaper.dainikamadershomoy.com/2020/03/07/page-04

ড. কাজল রশীদ শাহীন (২০২০), বাঙালি জাতির ইশতেহার যে ভাষণ, দৈনিক আমাদের সময়, ৭ই মার্চ, https://epaper.dainikamadershomoy.com/2020/03/07/page-04

ড. খন্দকার বজলুল হক (২০১৯), বিশ্বের এক অনন্য ভাষণ, দৈনিক সমকাল, ৭ই মার্চ। http://epaper.samakal.com/nogor-edition/2019-03-07/8

তোফায়েল আহমেদ (২০১৮), বিশ্বসভায় বজ্রকন্ঠ, দৈনিক সমকাল, ৭ই মার্চ। http://epaper.samakal.com/nogor-edition/2018-03-07/9

তোফায়েল আহমেদ (২০১৯), সাতই মার্চের ভাষণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণ, দৈনিক যুগান্তর, ৭ই মার্চ। https://epaper.jugantor.com/2018/03/07/

তোফায়েল আহমেদ (২০২০), মুক্তিযুদ্ধের মহাকাব্য, দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই মার্চ।http://epaper.ittefaq.com.bd/?date=2020-03-07

তোফায়েল আহমেদ (২০২০), নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরের ডাক, দৈনিক সমকাল, ৭ই মার্চ। http://epaper.samakal.com/nogor-edition/2020-03-07/5

নয়ন (২০১৮), একটি ভাষণ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপকার, দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই মার্চ, http://epaper.ittefaq.com.bd/?date=2018-03-07

মীর আব্দুল আলীম (২০২০), ৭ই মার্চের অর্জন, দৈনিক সংবাদ, ৭ই মার্চ, http://epaper.thesangbad.net

ফরিদুন্নাহার লাইলী (২০১৭), সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের, দৈনিক আমাদের সময়, ৭ই মার্চ, https://epaper.dainikamadershomoy.com/2017/03/07/page-04

র আ ম উবায়দুল মোক্তাদীর চৌধরী (২০১৭), ইতিহাসের গতিপথ ও ৭ই মাচ, দৈনিক আমাদের সময়, ৭ই মার্চ, https://epaper.dainikamadershomoy.com/2017/03/07/page-04

সমকাল (২০২০), সেই বিকেলের প্রত্যক্ষদশী, দৈনিক সমকাল, ৭ ই মার্চ।

সৈয়দ আনোয়ারহোসেন (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও সম্মোহনী নেতা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা সিরিজ, তারিখ: ১৮ আগস্ট ২০২০.

সৈয়দ মন্জুরুল ইসলাম (২০১৬), মানুষের সামনে পথ খুলে গেল: ৭ই মার্চের ভাষণ, দৈনিক সমকাল, ৭ই মার্চ, http://epaper.samakal.com/nogor-edition/2016-03-07/8

শেখ হাসিনা, বিশ্ব প্রামান্যচিত্রে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, পাঞ্জেরি প্রকাশনা, ঢাকা।